কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা

নং ১২.০০.০০০০.০৩৫.৪০.০১০.১৬.-৪২ তারিখঃ ২০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ " সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ ।

"সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি"র এক সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিগত ১৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

২০।৪।১৭
(মোঃ খোরশেদ আলম)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
ফোন-৯৫৪৬৬১৩

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। জনাব আমির হোসেন আমু, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। বেগম মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
৪। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, পাবনা-৩ ও সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
৫। জনাব মোঃ আব্দুল হাই, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-২।
৬। বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মাননীয় সংসদ সদস্য, মুন্সিগঞ্জ-২।
৭। জনাব ছবি বিশ্বাস, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-১।
৮। বেগম আমাতুন কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, মহিলা আসন-২৮।
৯। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১০। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা।
১১। সচিব , কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন, মতিঝিল বা/এ,, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৫। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬। নির্বাহী পরিচালক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, বিএফএ, আলরাজি কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠতলা), সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

"সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি"র ১৬/০৪/২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত

সভার কার্যবিবরণী

১.০। সভার সভাপতি	:	বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি মাননীয় মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.০। সভার তারিখ ও সময়	:	১৬ এপ্রিল ২০১৭; সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।
৩.০। সভার স্থান	:	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
৪.০। সভায় উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক সদয় দ্রষ্টব্য

৫.১। সভার প্রারম্ভে সভাপতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অত:পর তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে আহবান করেন। কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সারের চাহিদা, মূল্য, উৎপাদন এবং আমদানিসহ সারের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক "সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি" গঠিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সারের বর্তমান মজুদ পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারের চাহিদা নির্ধারণ ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে সভায় আলোচনান্তে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)'কে অনুরোধ করেন।

৫.২। জনাব মো: সিরাজুল হায়দার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরন), কৃষি মন্ত্রণালয়, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাসায়নিক সারের উৎপাদন, বিতরণ ও মজুদ পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারের উৎপাদনসহ ইউরিয়া সারের আমদানি বিসিআইসি এককভাবে করে থাকে। তাছাড়া বিএডিসি রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে এবং বেসরকারী পর্যায়ে আমদানিকারকগণ নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে। এরপর তিনি চলমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১লা জুলাই ২০১৬ হতে ১১ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারের সংগ্রহ ও বিতরণ পরিস্থিতি নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করেন :

মে:টন

সারের নাম	বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রারম্ভিক মজুদ (০১জুলাই/১৬)	উৎপাদন	আমদানি	বিক্রয়/ বিতরণ	মোট মজুদ
ইউরিয়া	১০,০০,০০০	১২৯২৯১৯	৭,৪৫,০৯৩	কাফকো: ২১২৬২৯ বর্হিবিশ্ব: ৫৭৫১৮২ মোট: ৭,৮৭,৮১১	২১,৬৫,৮৫০	৬,৬১,০৩৯
টিএসপি	১০০,০০০	১৫,৬৬২	৮৪,০৯৮	-	৯৫,৬৫৬	৪১০৪
ডিএপি	১০০,০০০	২৮,৫২১	৩৫,৯৪৯	-	৫৬,১৫৫	৮৩১৫

৫.৩। পরবর্তীতে তিনি বিএডিসি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সার আমদানিসহ মজুদ পরিস্থিতি উপস্থাপনপূর্বক জানান যে, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএডিসির আমদানি লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে টিএসপি ৩.২৫ লক্ষ মে. টন, এমওপি ৪.৫০ লক্ষ মে. টন এবং ডিএপি ২.০০ লক্ষ মে. টন। তিনি ১১ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত নন-ইউরিয়া সারের আমদানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত আমদানি, বিক্রয় এবং মজুদের পরিমাণ সভাকে অবহিত করেন যা নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হলো :

(লক্ষ মে:টন)

সারের নাম	বার্ষিক আমদানি লক্ষ্যমাত্রা	প্রারম্ভিক মজুদ (০১জুলাই/১৬)	২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত সারের পরিমাণ	বিক্রয়ের পরিমাণ (১১/০৪/১৭) পর্যন্ত)	অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ (১১/০৪/১৭) পর্যন্ত
টিএসপি	৩.২৫	১.১২	৩.৬৬	২.৭৩	১.৯২
এমওপি	৪.৫০	১.০২	৪.৭৩	৩.৮৩	১.৯০
ডিএপি	২.০০	০.৯০	১.৩১	১.৪৬	০.৭১

৫.৪। তিনি বেসরকারী পর্যায়ের সার আমদানি পরিস্থিতি সম্পর্কে সভাকে জানান যে, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বেসরকারীখাতে নন-ইউরিয়া তথা টিএসপি ২.৫০ লক্ষ মে. টন, ডিএপি ৩.৫০ লক্ষ মে. টন, এমওপি ২.৯০ লক্ষ মে. টন এবং এমএপি ০.১৫ লক্ষ মে. টন আমদানি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বেসরকারী আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত সারের পরিমাণ এবং বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন, যা নিম্ন ছকে প্রদর্শিত হলো :

(লক্ষ মে:টন)

সারের নাম	আমদানি লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আমদানী	বরাদ্দ/বিক্রয়
টিএসপি	২.৫০	২.৬৮	২.৫৬
ডিএপি	৩.৫০	৩.৬৬	৩.৬৩
এমওপি	২.৯০	৩.১৮	৩.১৮
এমএপি	০.১৫	০.১২	০.১২

৫.৫। জনাব হায়দার সভাকে বর্তমান অর্থবছরে সারের ব্যবহার পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও জানান যে, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বর্তমান সময় পর্যন্ত বিসিআইসি, বিএডিসি এবং বেসরকারী আমদানিকারকগণ কর্তৃক প্রায় ২১.৬৬ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া, ৬.২৯ লক্ষ মে. টন টিএসপি, ৭.০১ লক্ষ মে. টন এমওপি এবং ৫.৬৫ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার ব্যবহার হয়েছে। সার ব্যবহারের ধারা (trend) অনুসারে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত যে পরিমাণ সার ব্যবহার হতে পারে তার নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপন করেন:

সারের নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চাহিদা (লক্ষ মে.টন)	১১/০৪/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন)	সার বিক্রয় ধারা অনুসারে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্ভাব্য সর্বমোট সার বিক্রয়ের/ব্যবহারের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
ইউরিয়া	২৫.০০	২১.৬৬	২৩.০০
টিএসপি	৭.৫০	৬.২৯	৭.১০
এমওপি	৮.০০	৭.০১	৭.৭৫
ডিএপি	৭.৫০	৫.৬৫	৬.৫০

এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে চেয়ারম্যান বিসিআইসি তাঁরঅভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৫,০০০ মে. টন ইউরিয়া সার বেশী ব্যবহার হয়েছে। সে হিসেবে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ইউরিয়া সারের মোট ব্যবহার হতে পারে ২৩.৮০ লক্ষ মে. টন। অর্থ্যাৎ প্রক্ষেপিত ব্যবহারের তুলনায় আরো প্রায় ৮০ হাজার মে. টন ইউরিয়া সার অতিরিক্ত ব্যবহার হতে পারে।

৫.৬। এ পর্যায়ে আগামী ফসল উৎপাদন মৌসুমসমূহে ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান। এরপর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারের চাহিদা নির্ধারণের সুবিধার্থে বিগত বছরসমূহে সারের চাহিদা ও ব্যবহার পরিস্থিতি নিম্ন ছকে প্রদর্শিত আকারে সভায় উপস্থাপন করেন :

(লক্ষ মে. টন)

সারের নাম	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬	
	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার
ইউরিয়া	২৫.০০	২২.৪৭	২৬.৫০	২৪.৬২	২৭.০০	২৬.৩৯	২৮.০০	২২.৯১
টিএসপি	৭.০০	৬.৫৪	৬.৭৫	৬.৮৫	৭.২৫	৭.২২	৭.২৫	৭.৩০
এমওপি	৮.৭০	৫.৭১	৮.০০	৫.৭৬	৭.০০	৬.৪০	৭.৫০	৭.২৭
ডিএপি	৬.০০	৪.৩৪	৬.৫০	৫.৪৩	৬.৭৫	৫.৯৭	৭.০০	৬.৫৮
মোট	৪৬.৭০	৩৯.০৬	৪৭.৭৫	৪২.৬৬	৪৮.০০	৪৫.৯৮	৪৯.৭৫	৪৪.০৬

সারের বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ বিষয়ে তিনি আরো অবহিত করেন যে, প্রতিবছর সারের চাহিদা নির্ধারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরীপের ভিত্তিতে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উক্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাসহ সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)'এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিগত ২১/০৩/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন সমন্বয়ে "সারের চাহিদা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির" সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক বিগত বছরসমূহে সারের ব্যবহার, সারের মূল্য, শস্য আবাদের ধরণ এবং নিবিড়তা, মাটির স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারের নিম্ন বর্ণিত পরিমাণ চাহিদা ও বিভাজন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয় মর্মেও তিনি জানান ঃ

৫.৬.১ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য সার ভিত্তিক বাৎসরিক চাহিদা প্রস্তাব *(লক্ষ মে. টন)*

ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	এমএপি	এনপিকেএস	জিপসাম	জিংক সালফেট	এ্যামোনিয়াম সালফেট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	বোরন
২৫.০০	৬.৫০	৮.৫০	৮.৫০	০.২০	০.৫০	২.৫০	১.০	০.১০	০.৬০	০.৩০

৫.৬.২ ভর্তুকির আওতাভুক্ত সারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চাহিদার বিভাজন প্রস্তাব নিম্নরূপ :

(পরিমান লক্ষ মে.টন)

সারের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্ভাব্য চাহিদা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আমদানিতব্য/উৎপাদনযোগ্য সারের পরিমাণ			মন্তব্য
		বিএডিসি	বিসিআইসি	বেসরকারী	
ইউরিয়া	২৫.০০	-	উৎপাদন-১০.০০ (সম্ভাব্য) আমদানি-১৫.০০ (সম্ভাব্য)	-	উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশী হলে আমদানির পরিমাণ কম-বেশী হবে। বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিআইসির নিকট সম্ভাব্য ৮.০০ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার মজুদ রাখতে হবে।
টিএসপি	৬.৫০	৩.০০	০.৭৫	২.৭৫	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.০০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখতে হবে।
ডিএপি	৮.৫০	৩.৫০	০.৫০	৪.৫০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.০০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখতে হবে।
এমওপি	৮.৫০	৫.০০	-	৩.৫০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখতে হবে।
এমএপি	০.২০	-	-	০.২০	-

আমদানিতব্য সারের শিপিং টলারেন্স (সর্বোচ্চ ±১০%) বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত আমদানিকৃত সার ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত হবে মর্মেও ২১/০৩/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সারের চাহিদা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সভায় সুপারিশ করা হয় মর্মেও তিনি জানান।

৫.৭। আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা এবং সংগ্রহ পরিকল্পনা বিষয়ে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু সারের উৎপাদনের বিষয়টি গ্যাস সরবরাহের উপর নির্ভর করে তাই সার উৎপাদনের পরিমাণ কমলে আমদানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, গৃহীত সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে কোন ধরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে এ পর্যায়ে তা অনুমোদন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিএফএ সভায় মত ব্যক্ত করেন যে, সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে বিধায় এতে বিএফএ'র সম্মতি রয়েছে।

সভার সভাপতি ডিএপি সারের চাহিদা কমানোর কারণ জানতে চাইলে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, যেহেতু আমদানিকৃত টিএসপি সারে ভারী দূষিত পদার্থের অস্থিত্ব পাওয়া যাচ্ছে তাই টিএসপিকে নিরুৎসাহিত করে ডিএপি সারের চাহিদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। টিএসপি কমিয়ে ডিএপি ও এমওপি সারের চাহিদা বৃদ্ধি করাতে সুষম-সার ব্যবহারে কৃষক উৎসাহিত হতে পারে মর্মেও সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে, "সারের চাহিদা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির" ২১/০৩/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার ৫.৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপারিশসমূহ সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয়।

৫.৮। বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে চেয়ারম্যান, বিএফএ জানান যে, বেসরকারী পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত কোটার সার সঠিক পরিমাণে দেশে আসছে কিনা তা জানার জন্য একটি মজুদ যাচাই করা প্রয়োজন। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় জনাব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিসিআইসি কর্তৃক আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রেও বাস্তব মজুদ যাচাই করা প্রয়োজন। ইউরিয়া সারের বাস্তব মজুদ যাচাই করা হলে পরিবহণ ঠিকাদারদের দৌরাত্ম কমতে পারে। বিস্তারিত আলোচনান্তে বিদেশ হতে আমদানিকৃত সারের মজুদ যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের পক্ষে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৫.৯। চেয়ারম্যান, বিএফএ প্রতিবছরের ন্যায় এপ্রিল হতে জুন ২০১৭ সময়কাল সার ব্যবহারে অফ-সিজন হওয়ায় এ সময়কালে ডিলারদের ইউরিয়া সার উত্তোলন ঐচ্ছিক করার বিষয়ে সভার সভাপতি এবং সভায় উপস্থিত মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যে সকল ডিলার সার উত্তোলনের জন্য টাকা জমা দিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই সার উত্তোলন করতে হবে। টাকা জমাদানকারী ডিলারগণকে সার উত্তোলনে শিথিলতা/ঐচ্ছিক করার কোন অবকাশ নেই। উক্ত সময়কালে সার উত্তোলন ঐচ্ছিক করা হলে, আসছে আমন মৌসুমে সার সংকট দেখা দিতে পারে। সার উত্তোলন ঐচ্ছিক না করে প্রয়োজনে ডিলারদের সমস্যাসমূহ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মত ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এপ্রিল-জুন/১৭ সময়কালে ডিলারদের ইউরিয়া সার উত্তোলন সংক্রান্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বিবেচনা করতে পারে মর্মে সভার সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.১০ । চেয়ারম্যান, বিএফএ সভায় আরো জানান যে, "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" এর আওতায় রাসায়নিক সারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ আইনে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সার মোড়কীকরণের ক্ষেত্রে পাটের ব্যাগ ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ আইনের ফলে সার ব্যবসায়ী/ডিলারগণ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীর কোথাও সার মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার হয় না। সার একটি ক্ষয়কারক রাসায়নিক হওয়ায় তা মোড়কীকরণে কোনভাবেই পাটের ব্যাগ উপযোগী নয়। চেয়ারম্যান, বিসিআইসিও একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, রাসায়নিক সার ক্ষয়কারক হওয়ায় সার মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করলে বস্তা পচে যেয়ে সারের ক্ষতি হয়। এ আইনের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি পাওয়া প্রয়োজন। উপ-প্রধান (সার ব্যবস্থাপনা) কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত আইনের ৪ ধারা মোতাবেক সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন পণ্যকে পাটজাত মোড়কদ্বারা মোড়কজাতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, রাসায়নিক সার ক্ষয়কারক হওয়ায় কোনভাবেই তা পাটজাত মোড়কদ্বারা মোড়কজাতকরণের সুযোগ নেই এবং সংশ্লিষ্ট আইনে যেহেতু অব্যাহতির সুযোগ রয়েছে তাই রাসায়নিক সারকে পাটজাত মোড়কদ্বারা মোড়কজাতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

৬। সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

৬.১) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য নিম্নোক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হলো : *(লক্ষ মে.টন)*

ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	এমএপি	এনপিকেএস	জিপসাম	জিংক সালফেট	এ্যামোনিয়াম সালফেট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	বোরন
২৫.০০	৬.৫০	৮.৫০	৮.৫০	০.২০	০.৫০	২.৫০	১.০	০.১০	০.৬০	০.৩০

৬.২) ভর্তুকির আওতাভুক্ত সারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিম্নরূপ বিভাজন করা হলো :

(লক্ষ মে.টন)

সারের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্ভাব্য চাহিদা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আমদানিতব্য/উৎপাদনযোগ্য সারের পরিমাণ			মন্তব্য
		বিএডিসি	বিসিআইসি	বেসরকারী	
ইউরিয়া	২৫.০০	-	উৎপাদন-১০.০০ (সম্ভাব্য) আমদানি-১৫.০০ (সম্ভাব্য)	-	উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশী হলে আমদানির পরিমাণ কম-বেশী হবে। বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিআইসি প্রায় ৮.০০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
টিএসপি	৬.৫০	৩.০০	০.৭৫	২.৭৫	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.০০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
ডিএপি	৮.৫০	৩.৫০	০.৫০	৪.৫০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.০০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
এমওপি	৮.৫০	৫.০০	-	৩.৫০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
এমএপি	০.২০	-	-	০.২০	-

৬.৩) অনুমোদিত চাহিদার ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাসায়নিক সারের খাতভিত্তিক ও জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক বিভাজন করবে।

৬.৪) আমদানিতব্য সারের শিপিং টলারেন্স (সর্বোচ্চ ±১০%) বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত আমদানিকৃত সার ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

৬.৫) দেশে আমদানিকৃত সারের বাস্তব মজুদ যাচাইয়ের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় একটি মজুদ যাচাই কমিটি গঠন করবে।

৬.৬) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এপ্রিল-জুন/১৭ সময়কালে ডিলারদের ইউরিয়া সার উত্তোলন ঐচ্ছিক করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বিবেচনা করতে পারে।

৬.৭) "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" এর ৪ ধারা মোতাবেক রাসায়নিক সারকে পাটজাত মোড়কদ্বারা মোড়কজাতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে ।

৭। পরিশিষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মতিয়া চৌধুরী
২৮.৪.২০১৭

(মতিয়া চৌধুরী)
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি